দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা

খবরে প্রকাশ, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ সহস্রাধিক শিক্ষক স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম হইতে বিচ্ছিন্ন। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি হইল- অনুমতি ছাড়া খণ্ডকালীন কাজ করা, নিজ কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা, নিয়মিত ক্লাস না নেওয়া, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে কালক্ষেপণ, খাতা মূল্যায়নে পক্ষপাতিত্ব, শিক্ষাছুটি নিয়া উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন না করিয়া অন্য কাজে লিপ্ত থাকা, দেশে ফিরিয়া না আসা বা আসিলেও নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান না করিয়া প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করা ইত্যাদি। প্রায় দুই হাজার ২০০ শিক্ষক নানা ধরনের ছুটিতে গিয়াছেন। তন্মধ্যে পাঁচ শতাধিক শিক্ষকের কোন হদিস নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। দেশের বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টটাইম জব করিতেছেন তিন সহস্রাধিক শিক্ষক। এনজিও ব্যবসা, বিদেশি সংস্থায় কনসালটেন্সিসহ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত আছেন আরও সহস্রাধিক শিক্ষক। এক হাজার ৫০০ শিক্ষক আছেন শিক্ষাছুটিতে ও ১৭৭ জন বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে কর্মরত আছেন। এইভাবে দেখা যাইতেছে, সব মিলাইয়া ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ হাজার ৭৪৪ জন শিক্ষকের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষক কোন না কোনভাবে শিক্ষা কার্যক্রম হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছেন।

উপরোক্ত চিত্রটি আমাদের উচ্চশিক্ষার একটি বেহাল দশারই ইঙ্গিতবহ। এইসব শিক্ষক সপ্তাহে কত ঘণ্টা ক্লাস নিবেন সেই নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আছে রুটিন। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক নিয়মের ন্যায় এই নিয়মও মানা হইতেছে না। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের ন্যায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের একশ্রেণীর শিক্ষকও ফাঁকি দিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন। নব্বই দশকে বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেওয়ার পর আমরা আশান্বিত হইয়াছিলাম। কেননা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যে হারে বাড়িয়াছে, তাহাতে সেশনজটে জর্জরিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত আসনসংখ্যা দ্বারা তাহাদের সংকুলান করা অসম্ভব। তাহাছাড়া উন্নত দেশে অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজসহ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই অধিক বিকাশমান ও মর্যদাবান। আমাদেরও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি শিক্ষাখাতের বিকাশ একান্ত দরকার। কিন্তু কতিপয় ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং জবাবদিহিতা ও তদারকির অভাবে বেসরকারি শিক্ষা ও চিকিৎসা উভয় খাতে নৈরাজ্য বিদ্যমান। অপর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার কারণে দেখা গেল সকলেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়া টানাটানি করিতেছেন। অবস্থা এখন এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও উদ্যোক্তারা এখন অভিযোগ করিতেছেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টটাইম শিক্ষকদের অনেকে পর্যাপ্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াও তাহাদের শিক্ষার্থীদের যথাযথ সময় দিতেছেন না। একই সঙ্গে একাধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানে জড়াইয়া পড়ায় প্রাইভেট কি পাবলিক কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হইতে পারিতেছেন না। কোন প্রকার সমীক্ষা বা চাহিদার হিসাব না করিয়া একের পর এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি দেওয়ায় এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে করেন তথ্যাভিজ্ঞমহল।

উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম দেখভালকারী প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মতে, বৎসরে ৫২ সপ্তাহের মধ্যে মাত্র ৩০ হইতে ৩২ সপ্তাহ ক্লাস হইয়া থাকে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে ঠিকমত কোর্সকারিকুলাম পড়ানো হয় না এবং দায়সারাভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সবচাইতে বড় অভিযোগ শিক্ষাছুটির ব্যাপারে। জানা মতে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের মোট শিক্ষকের ২০ ভাগ এই ছুটি পাইতে পারেন। আবার পাওনা শিক্ষাছুটির বাহিরে কেহ ছুটি ভোগ করিলে কিংবা দেশে ফিরিয়া না আসিলে বা অন্যত্র যোগদান করিলে তজ্জন্য আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণসহ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু বাস্তবে এইসব বিধি-বিধান তেমন একটা অনুসরণ করা হয় না। তাহাছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক সংকটও রহিয়াছে। অর্থাৎ একদিকে ছুটির অপব্যবহার ও শিক্ষক সংকট এই উভয় কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস করিবার সুযোগ না পাইয়া ক্যাম্পাসে অলস সময় কাটাইতেছে। এখন শিক্ষকরা যদি ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট সময়ই না দেন, তাহা হইলে দেশবাসী উপযুক্ত, দক্ষ ও সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত জনশক্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন। তাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট নিরসনের পাশাপাশি একশ্রেণীর উদাসীন ও ফন্দি-ফিকিরকারী শিক্ষকের দায়িত্বপালনে অবহেলা বন্ধ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সামাজিক মর্যদা বৃদ্ধি ও ভাবমূর্তি উদ্ধারে বেতন-ভাতাসহ নানা সুযোগ-সুবিধা বাড়াইবারও উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।